بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৮ই মে, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে তাঁর সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কতিপয় বিখ্যাত ঘটনা এবং তাঁর স্বপক্ষে কয়েকজন অ-আহমদীর সাক্ষ্য তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে ইতঃপূর্বে তাঁর সত্যতার মানদণ্ড হিসেবে কিছু উদ্ধৃতি ও ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছিল। আজ আরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে ডাক্তার হেনরি মার্টিন ক্লার্কের পক্ষ থেকে একটি হত্যা চেষ্টার মামলা দায়ের করা হয়েছিল। হুযুর (আই.) বলেন, এই মামলাটি এতটাই গুরুতর ছিল যে, এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ফাঁসির দণ্ড পর্যন্ত হতে পারত। ইহুদীদের পক্ষ থেকে রোমান আদালতে হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছিল, অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধেও এমন একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, একজন সম্মানিত পাদ্রী এবং ডাক্তার আমার বিরুদ্ধে তাকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ আনেন এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। এমনকি জামা'তের চরম শত্রু মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন বাটালভীও আদালতে সাক্ষ্য দিতে এসেছিল এবং সাধ্যমতো আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান এবং সর্বতোভাবে মামলাটি আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। এই মামলাটি ছিল গুরুদাসপুরের ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন ডগলাস সাহেবের এজলাসে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ এমনভাবে আমার বিরুদ্ধে উপস্থাপন করা হয়েছিল যে, কোনো আইনবিদ বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এ কথা বলতে পারছিলেন না যে, আমি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি লাভ করব। কিন্তু খোদা তা'লা যেমন মামলা দায়েরের পূর্বেও আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন আর রায় ঘোষণার আগেও আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমি এতে নির্দোষ সাব্যস্ত হয়ে মুক্তি লাভ করব। খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী এবং আদালতের বিচারক ক্যাপ্টেন ডগলাস সাহেবের মনে বাদীর জবানবন্দি শুনে কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তাই তিনি আব্দুল হামিদকে (যাকে সাক্ষী বানানো হয়েছিল) পুলিশ ক্যাপ্টেন লেমারচান্দের কাছে পুনরায় তদন্তের জন্য সোপর্দ করেন। তিনি আব্দুল হামিদকে ডেকে ভয় দেখিয়ে যখন কঠোরভাবে তাকে প্রকৃত সত্য বলতে বলেন, তখন সে প্রথমে অস্বীকৃতি জানালেও পরে সব সত্য ফাঁস করে দেয় এবং স্পষ্টভাবে স্বীকার করে যে, তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে এই মিথ্যা জবানবন্দি দেওয়ানো হয়েছিল। সে বলে, মির্যা সাহেব আমাকে কখনোই হত্যার উদ্দেশ্যে পাঠাননি। হযরত আকদাস (আ.) বলেন, রায় প্রদানের সময় আদালতে আমি দেখছিলাম, ডেপুটি কমিশনার সাহেব প্রকৃত সত্য প্রকাশ পাওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন এবং ওইসব খ্রিস্টানের ওপর খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন যারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন, আপনি এই খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে পাল্টা (মানহানীর) মামলা করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু আমি মামলা-মোকদ্দমা অপছন্দ করি, তাই আমি বলি, আমি মামলা করতে চাই না; আমার মামলা আসমানে (তথা আল্লাহ্‌র দরবারে) দায়ের করা আছে। এই মামলাতেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যবাদিতা ও উন্নত চরিত্রের একটি বিবরণ পাওয়া যায় এই মামলায় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন অ-আহমদী আইনজীবী মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেবের বক্তব্যে। তিনি বলেন, **আমার অন্তরে মির্যা সাহেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। আমি তাঁর মর্যাদা ও অবস্থানকে অত্যন্ত**

মহান মনে করি। যদিও তাঁর দাবির বিষয়ে আমি মনে করি যে, তাঁর বুঝতে ভুল হতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান একজন মানুষ।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) জনৈক হিন্দু (যিনি দুটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন) লালা দীনানাথ সাহেবের বরাতে বর্ণনা করেন, উকিল মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেবের বাড়ির এক সান্ধ্য বৈঠকে তার উপস্থিতিতে কেউ একজন মির্যা সাহেবের এমনভাবে বিরোধিতা করে যা তাঁর ভদ্রতা ও নৈতিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছিল। এটি শুনে মরহুম মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং আবেগতাড়িত হয়ে বলেন, **আমি মির্যা সাহেবের মুরীদ নই। যে কোনো কারণেই হোক তাঁর দাবিতে আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু আমি মির্যা সাহেবের মহান ব্যক্তিত্ব এবং নৈতিক মাধুর্যের সাক্ষী।** আমি একজন আইনজীবী এবং আমার কাছে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ মামলা-মোকদ্দমার জন্য আসে। **আমি এ পর্যন্ত হাজার হাজার বুযূর্গ মানুষকে দেখেছি যারা আইনি পরামর্শের খাতিরে প্রয়োজনে অনায়াসে নিজেদের বক্তব্য বদলে ফেলে, কিন্তু আমার জীবনে আমি একমাত্র মির্যা সাহেবকেই দেখেছি যিনি সত্যের পথ থেকে এক চুলও বিচ্যুত হননি।** মার্টিন ক্লার্কের মামলা চলাকালে আমি তাঁর জন্য একটি আইনি জবানবন্দি লিখে তাঁর সমীপে পেশ করেছিলাম। তিনি সেটি পড়ে বলেন, এতে তো মিথ্যা রয়েছে। আমি বলি, আসামির জবানবন্দি শপথের অধীনে হয় না এবং আইনের দৃষ্টিতে সে যা খুশি বলার অধিকার রাখে। তখন হুযুর আকদাস (আ.) বলেন, **আইন হয়তো আমাকে অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু খোদা তা'লা তো অনুমতি দেন নি। কাজেই, আমি প্রকৃত সত্য বিষয়ই উপস্থাপন করব।** এরপর আমরা তাঁকে বলি, আপনি শুধু এটুকু বলুন যে, আমি আব্দুল হামিদকে চিনি না, বাকিটা আমরা সামলে নেব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সকল প্রস্তাব শুনে বলেন, **আমি দুনিয়াতে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি, আমি কখনোই মিথ্যা বলব না, এজন্য আমাকে ফাঁসি দেওয়া হলে হোক। আর আমি আব্দুল হামিদকে চিনি, সে কাদিয়ানে আসত। যা-ই হোক না কেন, আমি কখনোই এটি অস্বীকার করতে পারব না।** আমরা নিবেদন করি, মিথ্যা বলতে না চাইলে কথাটি একটু ঘুরিয়ে বলুন, যাতে আসল সত্য প্রকাশ না পায়। কিন্তু হুযুর আকদাস (আ.) বলেন, **আমি তেমনটিও করতে পারব না। খোদা তা'লা আমাকে জগতে তাঁর আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। নিজের প্রাণ রক্ষার তাগিদে আমি এমন কোনো উদাহরণ উপস্থাপন করতে প্রস্তুত নই। যদি সত্য বলতে গিয়ে আমার প্রাণও যায়, তবুও আমিই সফলকাম হবো।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন নিজের লেখা জবানবন্দি আদালতে প্রদান করেন তখন সবাই মনে করেছিল, এখন তাঁর মুক্তি পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এই মামলায় হুযূর (আ.) আল্লাহ্‌র যে সাহায্য লাভ করেছিলেন তা দেখে সবাই খুবই বিস্মিত হয়। খোদা তা'লা কীভাবে তাঁর প্রেরিত পুরুষকে সাহায্য করেন এবং তিনি এই গুরুতর মামলা থেকে সসম্মানে মুক্তি পেয়ে সফল হন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতা এ বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন যে, তার অবর্তমানে তার ছোটো ছেলে কীভাবে দিনাতিপাত করবে? পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক শিখের দুই পুত্র দাদাজানের কাছে আসা-যাওয়া করতেন। তাদের মাঝে একজনকে তিনি বলেন, গোলাম আহমদ তোমার সমবয়সি। তুমি গিয়ে তাকে বলো, সারা জীবন কি সে ভাইয়ের উপার্জনের ওপর নির্ভর করে চলবে? আমি যখন থাকব না তখন সে কী করবে? সে সহায়-সম্পত্তি দেখাশোনা করতে না চাইলে আমি তাকে অন্তত একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেই! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথা শুনে বলেন, **বাবা অযথাই চিন্তা করছেন। তাকে বলবে, যার চাকর হওয়ার কথা ছিল আমি তাঁর (আল্লাহ্‌র) চাকর হয়ে গেছি।** সেই শিখ যুবকের বর্ণনামতে, আমি যখন বড়ো মির্যা সাহেবকে গিয়ে এসব কথা বলি তখন তিনি নীরব হয়ে যান আর বলেন,

যদি সে একথা বলে থাকে তাহলে সত্যই বলেছে, কেননা আমার পুত্র মির্যা গোলাম আহমদ সত্য বৈ কখনো মিথ্যা বলে না।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, ১৯১৬ সালে **মিস্টার ওয়াল্টার** আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে গবেষণার জন্য কাদিয়ানে আসেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাকে যেন জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার কোনো প্রবীণ সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময়ে মুন্সী আড়োরা খান সাহেব (রা.) কাদিয়ানে ছিলেন। মিস্টার ওয়াল্টার তাঁর সাথে কুশলাদি বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করেন, হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতার কোন্ দলিলটি আপনার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে? মুন্সী সাহেব (রা.) উত্তরে বলেন, **আমি খুব বেশি শিক্ষিত মানুষ নই এবং বড়ো বড়ো তাত্ত্বিক দলিলও জানি না। তবে আমার ওপর যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে তা হলো, হযরত সাহেবের পবিত্র সত্তা। তাঁর চেয়ে বেশি সত্যবাদী, বিশ্বস্ত এবং আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাসী ব্যক্তি আমি আর দেখিনি। তাঁকে দেখে কেউ বলতে পারত না যে এই লোক মিথ্যাবাদী হতে পারেন।** এ কথা বলতে বলতে মুন্সী সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্মরণে এতটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন যে, কাঁদতে কাঁদতে তার হেঁচকি উঠে যায়। মিস্টার ওয়াল্টার এটি দেখে অবাক হয়ে যান এবং তাঁর রচিত **The Ahmadiyya Movement** বইয়ে এই ঘটনার উল্লেখ করে লেখেন, **যিনি নিজের সাহচর্যে এমন মানুষ তৈরি করেছেন, তাঁকে অন্তত আমরা প্রতারক বলতে পারি না।**

হযরত চৌধুরী স্যার জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, **যখন আমি প্রথমবার লাহোরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দর্শন লাভ করি, তখন আমার হৃদয়ে যে প্রভাব পড়েছিল তা হলো, এই ব্যক্তি সত্যবাদী এবং তিনি যা বলছেন তা সত্য। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আমার অন্তরে এমন ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল যে, সেটিই আমার জন্য হুযূর (আ.)-এর সত্যতার আসল দলিল। আমি তখন শিশু ছিলাম, কিন্তু সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমার আর কোনো দলিলের প্রয়োজন পড়েনি। পরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা আমার ঈমানকে মজবুত করেছে। আমি হুযুর (আ.)-এর নূরানী চেহারা দেখেই তাঁকে মেনে নিয়েছিলাম এবং সেই প্রভাবই এখন পর্যন্ত আমার কাছে তাঁর সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে এক স্থানে বলেছেন, **এখন দেখো! খোদা তা'লা তোমাদের কাছে তাঁর অকাট্য যুক্তি এভাবে পূর্ণ করেছেন যে, আমার দাবির স্বপক্ষে হাজার হাজার দলিল প্রতিষ্ঠিত করে তোমাদের এই সুযোগ দিয়েছেন যাতে তোমরা চিন্তা করতে পারো, যে ব্যক্তি তোমাদের এই জামা'তের দিকে আহ্বান করছে সে কত উচ্চস্তরের মা'রেফাত (তত্ত্বজ্ঞান) রাখে এবং কীরূপ অকাট্য দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে। তোমরা আমার দাবির পূর্বের জীবনে কোনো খুঁত, অপবাদ, মিথ্যা বা প্রতারণার অভিযোগ আনতে পারবে না, যা দেখে তোমাদের মনে হতে পারে, যে ব্যক্তি আগে থেকেই মিথ্যা বলার অপবাদে অভ্যস্ত সে হয়তো এখনো মিথ্যা বলছে। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আমার জীবনচরিতের ওপর কোনো সমালোচনা করতে পারে?**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যবাদিতার আরও কয়েকটি ঘটনা এবং সাক্ষী হুযূর (আই.) উপস্থাপন করেন, যা তাঁর সমবয়সি এবং তাঁকে যারা শৈশবকাল থেকেই কাছ থেকে দেখেছেন তারা প্রদান করেছেন। পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন আমরা যেন এই বাস্তবতা অনুধাবন করে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি এবং সর্বদা সত্যের উন্নত মান অনুসরণ করতে সক্ষম হই, আমীন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org**-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)